বগুড়া জেলার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বিধিবহির্ভূত কোচিং বাণিজ্য বন্ধ সংক্রান্ত মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতি : হোসনা আফরোজা, জেলা প্রশাসক, বগুড়া
তারিখ : ২৩/০৬/২০২৫ খ্রি.
সময় : বিকাল ০৪.০০ ঘটিকা
স্থান : জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ (করতোয়া)

উপস্থিত সদস্যগণের নাম ও পদবী (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

ক্র.নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম
০১.	হোসনা আফরোজা, জেলা প্রশাসক	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া
০২.	প্রফেসর মোঃ শওকত আলম মীর, অধ্যক্ষ	সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া
০৩.	মোঃ আরাফাত হোসেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া
০৪.	মোঃ রেজাউল করিম বাদশা, সভাপতি	বগুড়া জেলা বিএনপি, বগুড়া।
০৫.	মুহাঃ মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যক্ষ	বিয়াম মডেল স্কুল ও কলেজ, বগুড়া
০৬.	মোঃ রাগেব হাসান ওসমানী, অধ্যক্ষ	ঠনঠনিয়া নূরুন আলা নূর ফাজিল মাদ্রাসা, বগুড়া
০৭.	সেলিমা নাসরিন, প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)	বগুড়া জিলা স্কুল, বগুড়া
০৮.	মোঃ ফেরদৌস আলম, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)	ইয়াকুবিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, বগুড়া
০৯.	মোঃ হামিদুল হক চৌধুরী, সভাপতি	বগুড়া শহর বিএনপি, বগুড়া
১০.	আ. স. ম. আব্দুল মালেক, সেক্রেটারি	জামেয়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, বগুড়া শহর শাখা
১১.	মোঃ রমজান আলী আকন্দ, জেলা শিক্ষা অফিসার	জেলা শিক্ষা অফিস, বগুড়া।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। জেলা প্রশাসক মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), বগুড়া কর্তৃক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০/০৬/২০১২ খ্রি. শিম/শাঃ১১/৩-৯/২০১১/৪০১ নং স্মারকের পরিপত্রটি সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীন কোন শিক্ষক কর্তৃক কোচিং না করানো সংক্রান্ত	আলোচ্য বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের নিকট শিক্ষার্থীরা কোচিং বা প্রাইভেট না পড়লে তাদের কাঙ্ক্ষিত নম্বর প্রদান না করাসহ বিভিন্ন ধরণের হয়রানী করা হয়ে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০/০৬/২০১২ খ্রি. শিম/শাঃ ১১/৩-৯/২০১১/৪০১ নং স্মারকের পরিপত্র অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণি পাঠদান চলাকালীন কোন শিক্ষক যেন কোচিং কার্যক্রম পরিচালনা না করতে পারে, তার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষকগণকে উক্ত নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করাসহ কোচিং বানিজ্য বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যদি কোন শিক্ষক কোচিং বা প্রাইভেট পড়াতে ইচ্ছুক হন তাদের জন্য উক্ত পরিপত্রের ক্রমিক নং ২ এর 'ক' , 'খ' ও 'গ' উপানুচ্ছেদ (অতিরিক্ত ক্লাস) অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানে বিধিমোতাবেক ফিস নিয়ে পড়াতে পারবেন। এ বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে বিধি বিধান অমান্য করে কোচিং বাণিজ্য পরিচালনা করলে সংশ্লিষ্টদের নীতিমালা অনুযায়ী শাস্তির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. জেলা শিক্ষা অফিসার, বগুড়া ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান
২.	নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে কোচিং না করানো	বিস্তারিত আলোচনা অন্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০/০৬/২০১২ খ্রি. শিম/শাঃ ১১/৩-৯/২০১১/৪০১ নং স্মারকে পরিপত্রের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্তৃক নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে কোচিং করানো থেকে বিরত রাখার বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ জেলা শিক্ষা অফিসার বিষয়টি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. জেলা শিক্ষা অফিসার,বগুড়া ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ

CamScanner

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৩.	কোন শিক্ষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে উঠা কোচিং সেন্টারের সাথে যুক্ত না থাকা সংক্রান্ত।	অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছেন, যা কাম্য নয়। এতে করে অসংখ্য শিক্ষার্থী কোচিং সেন্টারসমূহে হুমড়ি খেয়ে পরছে, বিধায় অভিভাবকগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ছেন। কোচিং বাণিজ্যে জড়িত অনেক শিক্ষক শ্রেণি কক্ষে যথাযথভাবে পাঠদান করছেন না মর্মে অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০/০৬/২০১২ খ্রি. শিম/শাঃ ১১/৩-৯/২০১১/৪০১ নং স্মারকে পরিপত্রের ৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন শিক্ষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোন কোচিং সেন্টারে নিজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হতে পারবেন না বা নিজে কোন কোচিং সেন্টারের মালিক হতে পারবেন না বা কোচিং সেন্টার গড়ে তুলতে পারবেন না। এই বিধি অমান্যকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নির্দেশনা অনুযায়ী শাস্তি নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. জেলা শিক্ষা অফিসার, বগুড়া ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান
৪.	শিক্ষার্থীদের কোচিং-এ উৎসাহিত, উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য না করা সংক্রান্ত।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষক তাদের শিক্ষার্থীদের কোচিং বা প্রাইভেট পড়াতে নানাভাবে প্রভাবিত করেন। কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কোচিং-এ উৎসাহিত, উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করতে পারবেন না। এমনকি কোন শিক্ষক/শিক্ষার্থীর নাম ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন/প্রচারণা চালানো যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. জেলা শিক্ষা অফিসার, বগুড়া ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান
৫.	কোন শিক্ষক কর্তৃক কোচিং সেন্টারের প্রচার- প্রচারণা না করা সংক্রান্ত।	সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) ও এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কোচিং-এ উদ্বুদ্ধ করার জন্য তার নিজ নামে বা কোচিং সেন্টারের নামে কোন রকম প্রচার-প্রচারণা চালাতে পারবেন না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. জেলা শিক্ষা অফিসার, বগুড়া ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান
৬.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের নির্দেশনা ব্যত্যয় হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০/০৬/২০১২ খ্রি. শিম/শাঃ ১১/৩-৯/২০১১/৪০১ নং স্মারকে পরিপত্রের নির্দেশনার কোন ব্যত্যয় হলে উক্ত পরিপত্রের ক্রমিক নং ১৩ এর 'ক' , 'খ' , 'গ' , 'ঘ' ও 'ঙ' উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. জেলা শিক্ষা অফিসার, বগুড়া ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান
৭.	বিবিধ	ক. বিস্তারিত আলোচনান্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থী উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের পাঠদানে মনোযোগী করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি বিধি অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান চলাকালীন জেলার সকল কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. জেলা শিক্ষা অফিসার, বগুড়া ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ৩. সকল কোচিং সেন্টার
		খ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২ ব্যাপক প্রচার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. জেলা শিক্ষা অফিসার, বগুড়া ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ৩. সকল কোচিং সেন্টার
		গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি কর্তৃক কোচিং বাণিজ্য বন্ধ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	
		ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় প্রচারণা এবং অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় করবেন।	
		ঙ. কোন শিক্ষক কর্তৃক কোচিং সেন্টারের নামে বাসা ভাড়া নিয়ে কোচিং বাণিজ্য পরিচালনা করা যাবে না।	
		চ. কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণীত নীতিমালায় বর্ণিত পদক্ষেপ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহন করবে।	
		ছ. সাপ্তাহিক ছুটির দিন বিশেষ করে শুক্রবার এবং রাষ্ট্রীয় বিশেষ দিন- যেমন ঃ ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর ইত্যাদি দিবসসমূহে কেচিং সেন্টার বন্ধ রাখা। কোনভাবেই এর ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। সরকারি নির্দেশিত বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা যেমন ঃ এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষা চলাকলীন সকল কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	

CamScanner

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হোসনা আফরোজা
জেলা প্রশাসক
বগুড়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, বগুড়া।

স্মারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১৮.০০১.২৫/৯৫৯৭; তারিখঃ ২২/০৯/২০২৫;

সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়) :

১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক, বগুড়া।
৪। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী।
৫। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), বগুড়া।
৬। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী।
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ..., বগুড়া।
৮। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল), ..., বগুড়া।
৯। অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সুপারিনটেনডেন্ট...।
১০। ....।
১১। দপ্তর নথি।

মোঃ রমজান আলী আকন্দ
জেলা শিক্ষা অফিসার
বগুড়া।

CamScanner